জে, এম, পিক্‌চার্সের

নিবেদন

উত্তর মেঘ

কাহিনী

রাজকুমার মৈত্র।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

জীবন গঙ্গোপাধ্যায়।

সঙ্গীত

রবীন চট্টোপাধ্যায়।

জে এম্ পিকচার্সের নিবেদন

উত্তর মেঘ

কাহিনী : রাজকুমার মৈত্র। সংলাপ : বিধায়ক ভট্টাচার্য্য। তত্বাবধান : পরিমল সরকার। চিত্রগ্রহণ : দীনেন গুপ্ত। শিল্প-নির্দেশ : সুনীতি মিত্র সম্পাদনা : কমল গাঙ্গুলী। গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। নেপথ্যকণ্ঠ : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। শব্দগ্রহণ : মনি বসু, অতুল চট্টোপাধ্যায়, অবনী চট্টোপাধ্যায়। শব্দপুণর্লেখন : মৃণাল গুহ ঠাকুরতা। কর্মসচিব : কৈলাশ বাগচী ব্যবস্থাপনা : শিবপদ মিত্র। রূপসজ্জা : মদন পাঠক। সাজসজ্জা : যতীন কুণ্ডু, কার্ত্তিক সাহা, কার্ত্তিক দাশ, বিশ্বনাথ দাশ।

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা : ভূপেন রায়, অমর মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত : শশাঙ্ক সোম চিত্রগ্রহণ : সুনীল চক্রবর্ত্তী। শিল্প-নির্দ্দেশ : প্রসাদ মিত্র, বুদ্ধদেব ঘোষ সম্পাদনা : প্রতুল রায় চৌধুরী। শব্দগ্রহণ : সুজিৎ সরকার, রথীন ঘোষ ব্যবস্থাপনা : দুলাল, ভগীরথ। রূপসজ্জা : বুনো, শম্ভু, জামাল। আলোক-সম্পাত : কেনারাম হালদার, কেষ্ট দাশ, ব্রজেন দাস, কালীচরণ, রামখিলাওন, মঙ্গল সিং, দুলাল, নিতাই, শম্ভু।

ষ্টিল ফটো : আর্টস এণ্ড ফটোগ্রাফ।

নিউ থিয়েটার্স্ ষ্টুডিওতে গৃহীত ও
বেঙ্গল ফিল্ম্ ল্যাবরেটারিতে পরিস্ফুটিত ও মুদ্রিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এল, সি, কনোই (কনোই টি)। এ, কে, বসু। এস, বি, মণ্ডল (ইন্দিরা সিনেমা)। হসপিট্যাল এপ্লায়েন্সেস্ ম্যানুফেক্চারিং কোং। সমীর মুখার্জ্জি। ডাঃ নির্মল সরকার। সিনিডি কোলিয়ারীর কর্মিবৃন্দ ও সুরজিৎ মুস্তাফী।

প্রচার সচিব : জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য।

একমাত্র পরিবেশক : **ন্যাশনাল মুভিজ (প্রাইভেট) লিমিটেড**
৬২নং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কাহিনী

টেলিফোনটা এলো ঠিক বিয়ের রাত্তিরে। অলোক টেলিফোনটা ধরতেই বুঝতে পারলো তার এই মূহূর্তেই যাওয়া দরকার। অনুরাধা তারই নার্সিংহোমের একজন নার্স, খুবই অসুস্থ।

অলোক যখন অনুরাধার বাড়ীতে পৌঁছলো তখন রাত অনেক।

নব পরিণীতা স্ত্রী চিত্রা প্রতীক্ষা করলো সারারাত। পরদিন ভোরেই প্রভাতী কাগজে অলোকের নামটা বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়ে বেরুলো। অলোক হত্যাকারী। পুলিশ খুঁজতে লাগলো অলোককে।

গভীর অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে অলোক চিত্রার সঙ্গে দেখা করে আর ভোর হবার পূর্বেই আত্মগোপন করে সহরের নাম না জানা স্থানে। একদিন অকস্মাৎ শশধর বাবুর বাড়ীর সামনে পুলিশের নজর পড়লো অলোকের ওপর। পুলিশ ছুটলো পিছু পিছু, অলোকও এদিক ওদিক ছুটে পালালো রেল লাইন ধরে। পুলিশ আর খোঁজ পেলো না অলোকের।

একমাত্র মেয়ে চিত্রার বিয়েটা শশধর বাবু দিয়েছিলেন নিতান্ত অনিচ্ছায়। তাই তাঁর ক্ষোভের সীমা নেই। তারপর একদিন যখন

দেখা গেল চিত্রা সন্তান সম্ভবা, শশধর বাবু ক্রোধে, অভিমানে আত্মহারা হলেন। মেয়ের অবৈধ সন্তানকে সহজ ভাবে গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। সন্তান যে সত্যি অবৈধ নয় এই সত্যি কথাটা স্বামীর মঙ্গলের জন্যে চিত্রা মুখ ফুটে বলতে পারলো না।

সত্যি একদিন যখন সন্তান জন্মলাভ করলো শশধর বাবু নবজাত শিশুটিকে তাঁরই অন্নাশ্রিত লাট্টুর হাতে তুলে দিলেন। লাট্টু শিশুটিকে আপন ক্রোড়ে গ্রহণ করে সহর ছাড়লো। চিত্রা জানলো সে মৃত সন্তান প্রসব করেছে।

এদিকে অলোকের জীবনে নানা ঘটনার উত্থান পতন। নিতান্ত দীনভাবে কাজ খুঁজছে সে। নিয়তির পরিহাসে কোলিয়ারীর এক ডাক্তারের কাছে অলোক ড্রাইভারের কাজ পেলো।

এদিকে চিত্রা নার্সের কাছে জানতে পারলো সে মৃত সন্তান প্রসব করেনি। চিত্রা সোজা তার পিতার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। দাবী করলো সন্তান। শশধর বাবু যখন বুঝতে পারলেন যে ঐ শিশু চিত্রার কলঙ্ক নয় বরং তার স্বামীর একমাত্র স্মৃতি তখন তিনি দুঃখে ও বেদনায় ভেঙে পড়লেন। চিত্রার করুণ দাবি তিনি রাখতে পারলেন না। কারণ লাট্টু যে

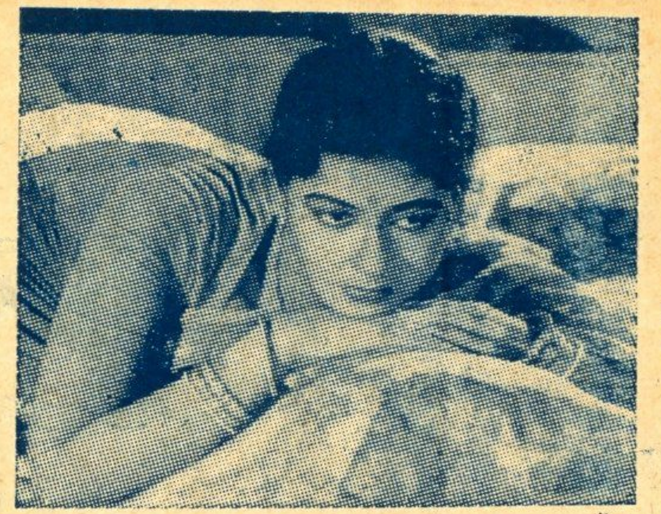

কোথায় শিশুটিকে নিয়ে চলে গেছে তা তাঁর জানা নেই। চিত্রা দুঃখে, ক্ষোভে, অভিমানে তার পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে গেল।

এদিকে একটানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে অলোকের মনে পড়ে যায় তার গত দিনের কথা। কত মধুর, করুণ স্মৃতি তার সমস্ত অন্তরাত্মাকে আপ্লুত করে তোলে। তবু ডাক্তারের ছোট্ট মেয়ে খুকুমনিকে নিয়ে সে ভুলে থাকতে চায় তার অতীতকে। এদিকে কোলিয়ারীতে দুর্ঘটনার বাঁশী বেজে উঠলো। লোকজন ছুটে চলেছে খাদের দিকে। ডাক্তার ও অলোক তীব্র গতিতে গাড়ি ছুটিয়ে চললো খাদের দিকে।

খাদের ভেতর থেকে লোকজনকে টেনে আনা হচ্ছে বাইরে। অলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সেই বেদনাতুর দৃশ্য। হঠাৎ অলোক আঁতকে উঠলো যেন। দেখা গেল লাট্টুর বিকৃত মুখ। রক্ত ঝরছে কপালে। কোলকাতা ছেড়ে এসে লাট্টুও হয়েছিল কোলিয়ারীর শ্রমিক। অলোকের পা দুটো কাঁপছে তখন। সে আর দাঁড়াতে পারলো না।

হাঁসপাতালে অলোক অনেক চেষ্টা করেও লাট্টুকে বাঁচাতে পারলো না। লেত্তি লাট্টুর অসাড় দেহের ওপর লুটিয়ে পড়লো।

এদিকে পুলিশ কোর্টের একজন উকীল মিঃ পালিতকে পুলিশ সন্দেহ করছিলেন অনেক দিন। ধুরন্ধর, চতুর উকীল মিঃ পালিত অনেক সন্দেহজনক কাজের জন্যে পুলিশের চোখে সন্দেহভাজন হয়েছেন। অনুরাধার ঘরে অনেক প্রমাণ পুলিশের হাতে ছিল তবু পালিতকে তাঁরা একেবারে ছাড়েন নি।

অকস্মাৎ একদিন মিঃ পালিত অনুরাধার বোন অনুশীলাকে নিয়ে এসে হাজির হলেন কোলকাতায়। তারপর আস্তে আস্তে আত্মগোপনকারী খুনীর সমস্ত সন্ধান বেরুতে আরম্ভ করলো।

কিন্তু ডাঃ সেন বিচারে কি সত্যিই অপরাধী ??

হায় কোথায় যে কার ভুল হল
তার কে করে বিচার।
সব হিসাবেই হয় কি বল
দুয়ে দুয়ে চার॥
কে জানে হায় কার আকাশে
আসে কখন ঝড়।
পর হয়ে যায় আপন জনা
আপন যে হয় পর॥
ওগো কার প্রদীপ নেভে কখন
আসে অন্ধকার॥
ঘর বাঁধিবার ব্যাকুল আশায়
কাঁদে যে সবাই।
জানলো না সে বিশ্ব জুড়ে আছে
যে তার ঠাঁই॥
যাহারে আজ ভাবি মেকী
সেই ত আসল কাল।
ভাগ্যদাবায় এযে ওগো
নিয়তিরই চাল॥
ওরে যায় ধূলিতে মিশে যে এই
আমির অহঙ্কার॥

রূপদানে

উত্তমকুমার • সুপ্রিয়া চৌধুরী

এবং সহভূমিকায়ঃ

কমল মিত্র
মলিনা দেবী
উৎপল দত্ত
শোভা সেন
শিশির বটব্যাল
গৌরীশংকর
ডাঃ হরেন
শৈলেন
বীরেন
শীলা পাল
জ্ঞানেশ
শেফালী
সজল কুমার
বিধায়ক ভট্টাচার্য্য
দুর্গা দাস
খগেন পাঠক
মনোরমা
রাজলক্ষ্মী
ছোট ব্যানার্জ্জি ইত্যাদি

— o —

মূল্য—বারো নয়া পয়সা

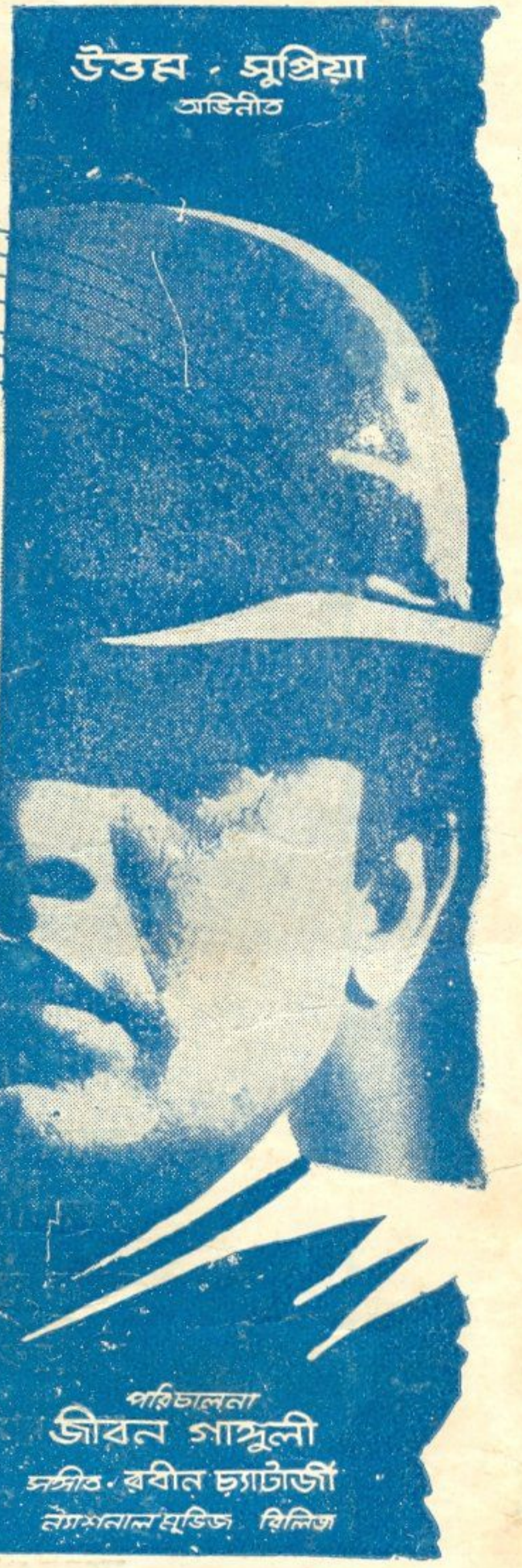

পরবর্ত্তী আকর্ষণ

উত্তর পুরুষ

কাহিনী—বিমল মিত্র   পরিচালনা—জীবন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচার সচিব জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।